যুগান্তর

তারিখ ... 17 OCT 2002
পৃষ্ঠা ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন আধুনিক লাইব্রেরি

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি লাইব্রেরি যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান বাড়িয়ে দেয়

জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে লাইব্রেরি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিত্যনতুন পদ্ধতি যোগ হচ্ছে যা মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজতর ও উন্নততর করেছে। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়নি। বর্তমানে কিছুসংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে এবং তারা এর সুফলও পাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থা। লাইব্রেরি থেকে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান অর্জন করে, অপরদিকে শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ সবাই নিজ নিজ বিষয়ে সুশিক্ষা অর্জন করতে পারেন। লাইব্রেরিতে থাকবে অডিও-ভিজ্যুয়াল পদ্ধতি, ইন্টারনেট, ই-মেইল। পাশাপাশি সব শ্রেণীর পাঠকের জন্য পাঠ্যবই, পাঠ্যবইয়ের সহায়ক বই, একই বিষয়ের ওপর একাধিক লেখকের বই, বিষয়ভিত্তিক অভিধান, বিশ্বকোষ, রেফারেন্স বই, ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি। যেখান থেকে দেয়া যাবে চলতি তথ্যসেবা, নির্বাচিত তথ্যসেবা, সারসংক্ষেপ, ইনডেক্সিং ও নির্দেশনা সেবা। আধুনিক লাইব্রেরি সেবা বলতে যে কথাটি বোঝায় তা হচ্ছে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি যেখানে হার্ড কপির পাশাপাশি থাকবে সফট কপি। বিশ্বের বড় বড় লাইব্রেরি এবং পুস্তক ও জার্নাল প্রকাশকগণ তাদের তথ্য সামগ্রীকে স্যাটেলাইট বা ওয়েবসাইটে দিয়ে রেখেছেন। জনপ্রিয় ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে গুগলি ও ইয়াহু অন্যতম। এক্ষেত্রে আধুনিক লাইব্রেরিগুলোতে একটি কম্পিউটার, একটি টেলিফোন ও একটি (আইএসপি) ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার সংযোগ থাকলে কম খরচে আধুনিক তথ্যসেবা দেয়া শুরু করা যায়। আসল কথা হচ্ছে আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা দরকার। একটু উদ্যোগ নিলেই আমরা শুরু করতে পারি তথ্যপ্রযুক্তির সেবা দিতে এবং নিতে। এর ফলে আমরা শিক্ষাসহ সামগ্রিকভাবে অগ্রগতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারি।

আ ন ম আঃ হক ভূইয়া
লাইব্রেরিয়ান, জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ